বন্ধ হোক নকল নামক সন্ত্রাস

ফয়জুননেসা

সন্ত্রাস আমাদের জাতীয় সমস্যা। গোটা সমাজ সন্ত্রাসে ছেয়ে গেছে। সর্বস্তরের মানুষ সন্ত্রাসের বেড়াজাল-হতে মুক্ত হতে চায়। প্রত্যহ চলছে নানা ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, হলের সিট দখল, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, অপহরণের মতো পরীক্ষায় নকলবাজি যে এক ধরনের বড় সন্ত্রাস সে ব্যাপারে বোধহয় কারো দ্বিমত নেই। এসএসসি, এইচএসসি, বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন পরীক্ষা, এমন কি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাসমূহে নকল চলে দেদারসে, যা প্রায় প্রতিরোধের বাইরে চলে গেছে।

এসএসসি ও এইচএসসির মতো পাবলিক পরীক্ষাগুলো একজন ছাত্রের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুটি পরীক্ষার ক্ষেত্রেই অধিকাংশ কেন্দ্র থানা তথা মফস্বলে একই প্রশাসনের আওতায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গ্রামের কেন্দ্রগুলোর চিত্র শহরেরগুলোর চাইতে আলাদা। শহরের চাইতে গ্রামের কেন্দ্রগুলোতে নকলের প্রবণতা বেশি। বলতে গেলে নিয়ন্ত্রণের বাইরে। একজন শিক্ষক হিসেবে নকলের প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে বলব, পরীক্ষার হলে নকলের প্রবণতা, উত্তরপত্রের স্ট্যান্ডার্ড এবং ভুলের ধরন টেকনাফ হতে তেঁতুলিয়া সর্বত্র প্রায় একই রকম।

পরীক্ষায় নকলবাজির প্রধান কারণ অসুস্থ রাজনীতি, আইন-শৃংখলার অবনতি এবং সুষ্ঠু শিক্ষানীতির অভাব। প্রায় সব ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বড় বড় রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় সংঘটিত হয়। "বাবা তুই নকল করেই পরীক্ষা দিতে পারবি, এবার আমার হয়ে ইলেকশনে কাজ কর ...।" এই হচ্ছে রাজনৈতিক নেতাদের আশ্বাসের বাণী। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের নকলের পরিবেশ তৈরি করতে গিয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা দলমত নির্বিশেষে এক জোটে নকল প্রতিরোধকারীদের বিরুদ্ধে কাজ করেন। কখনো কখনো প্রশাসন এবং শিক্ষকদের উপর চাপ প্রয়োগ করেন। নকলকারীকে শাস্তির ব্যবস্থার বদলে ছাড়ানোর জন্য তদবির করাকে দায়িত্ব মনে করেন। পরীক্ষা চলাকালে আমরা পত্রিকান্তরে প্রায়ই দেখতে পাই বিভিন্ন কেন্দ্রে টিএনও-ম্যাজিস্ট্রেট লাঞ্ছিত, শিক্ষক প্রহৃত। কোন প্রশাসক কিংবা পরিদর্শক যদি নকলের বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে কাজ করেন তাহলে সেখানে গোলযোগ সৃষ্টি হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং শিক্ষকরা স্থানীয় রাজনৈতিক মস্তানের হাতে লাঞ্ছিত না হয়ে বরং রাজনৈতিক এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে তাল মিলিয়ে পরোক্ষভাবে নকলে সহায়তা করেন; যার ফলে কেন্দ্রগুলোতে তৈরি হয় অবাধ নকলের অনুকূল পরিবেশ- যার সুযোগ সব পরীক্ষার্থীই গ্রহণ করে থাকে।

গত এসএসসি পরীক্ষার সময় নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা জোটবদ্ধ হয়ে নকল প্রতিরোধে যে অনুকরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন সেটা আমরা দৈনিক 'সংবাদ'-এর রিপোর্টের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এভাবে যদি প্রত্যেক এলাকায় রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিরা প্রশাসনের সমন্বয়ে আন্তরিকভাবে নকল প্রতিরোধে ইতিবাচক ভূমিকা রাখেন তাহলে পরীক্ষায় নকল সহজেই বন্ধ এবং ছাত্রছাত্রীরা পড়ালেখায় মনোযোগী হবে।

আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত কোন শিক্ষানীতির সুষ্ঠু প্রয়োগ নেই। সবগুলো নীতিই পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ হচ্ছে। শিক্ষানীতি যাই হোক না কেন তা বাস্তবায়িত করবেন শিক্ষকরা। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাল ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব। যারা দক্ষ তারা ক্লাসে পড়ানোর চাইতে বাসায় টিউশনি করে টাকা উপার্জন করাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। 'রাজ কর্মচারী' না হতে পারলেও অর্থ উপার্জন করে বিলাসবহুল জীবনযাপন করাকে উৎকৃষ্ট মনে করেন।

বিভিন্ন সরকারের আমলে সিলেবাস এবং পরীক্ষা পদ্ধতি বিভিন্নরকম হয়ে থাকে। যেমন ১৯৮৬ সাল থেকে ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষা হতে ইংরেজি (আবশ্যিক) বিষয়টি বাদ দেয়া হয়। দেখা গেল ইংরেজিবিহীন বি,এ পাস করা শিক্ষক স্কুলগুলোতে ইংরেজি পড়াচ্ছেন ঠিকই; মূলত কিছুই পড়ানো হচ্ছে না। কারণ স্কুলগুলোতে ইংরেজির যে সিলেবাসটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা সঠিক এবং সহজভাবে পড়ানোর মতো কোন দক্ষ শিক্ষক নেই। মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রত্যেকটি বিষয়ে যে পাঠ্যক্রম চালু আছে তা পড়ানোর জন্য আলাদাভাবে শিক্ষক নেই। একই শিক্ষক বাংলা, বিজ্ঞান, সমাজ ইত্যাদি পড়িয়ে থাকেন। ফলে ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রত্যেকটা বিষয় থেকে যাচ্ছে অপরিষ্কার এবং অস্বচ্ছ। পড়ালেখা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়। তারা পাঠ্যবই ছেড়ে গাইড নির্ভরশীল হয়ে উঠে এবং ফলে তারা ছোটবেলা থেকেই নকলে আগ্রহী হয়ে উঠে। এ সমস্যা নিরসনকল্পে মেধাবী এবং প্রত্যেকটা বিষয়ে পারদর্শী শিক্ষক দ্বারা পাঠদান করাতে হবে। স্কুলে শিক্ষার ভিত মজবুত না হলে কলেজে এসে ছাত্ররা লেখাপড়ায় মোটেও আগ্রহী হতে পারে না। তাদের মধ্যে নকলপ্রবণতা আরো বেড়েযায়।

ছাত্রছাত্রীরা কষ্ট করে লেখাপড়ার চাইতে নকল করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াকে বেশি বুদ্ধিমানের মনে করে। এ ব্যাপারে অনেক ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষক, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। অনেকে নকল সরবরাহকারীকে মেহমান হিসেবে আদর-যত্ন করেন। আইন-শৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তিরাও নকল সরবরাহকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে পিতা-মাতা, শিক্ষক, পুলিশ সবাইকে বিবেকবর্জিত কাজ পরিহার করে সৎ ও আন্তরিক হতে হবে। ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষক সমাবেশ করে নকলের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে তাদের অবহিত এবং নকলবিরোধী জনমত সৃষ্টি করতে হবে।

ক্লাস শুরুর আগে শপথ অনুষ্ঠানে নকলবিরোধী শপথ অন্তর্ভুক্ত করে ছাত্রছাত্রীদের নকলবিরোধী চেতনা সৃষ্টি করা উচিত। মেধাবী ও গুণী ছাত্রছাত্রী, সৎ অভিভাবক ও শিক্ষকদেরকে সংবর্ধনা দিয়ে পড়ালেখায় উৎসাহিত করতে হবে।

পাবলিক পরীক্ষার পূর্বে স্কুল-কলেজগুলোতে বিদায় অনুষ্ঠানে নকলমুক্ত পরীক্ষার মহড়া দিলে সুফল পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

নিজ নিজ থানা অথবা স্কুল কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়ার প্রচলিত পদ্ধতি বাতিল করতে হবে। অপরিচিত কেন্দ্রে অপরিচিত পরিবেশে পরীক্ষা দেয়ার বিধান চালু হলে স্বজনপ্রীতি বন্ধ হবে এবং নকলপ্রবণতা বহুলাংশে রোধ করা সহজ হবে।

বিজ্ঞানের উৎকৃষ্ট অবদান কম্পিউটার; যার মাধ্যমে পৃথিবী আজ একটি গ্লোবাল ভিলেজ। অথচ আমাদের দেশে কম্পিউটার ব্যবসায়ীরা নকলকাজে সহায়তার জন্য বের করছে মিনি গাইড। এ ব্যাপারে কঠোর আইন প্রয়োগ করতে হবে।

শিক্ষিত মানুষ দেশের সম্পদ। নকল করে সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত শিক্ষিতরা দেশের বোঝা। দিন দিন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলছে। বেকারত্বের ফলে সন্ত্রাস-নৈরাজ্য বেড়ে যাচ্ছে অকল্পনীয়ভাবে। সর্বস্তরের মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ সমস্যা সমাধান করতে হবে। শিক্ষকরা ছিলেন এক সময় জাতির বিবেক। সেই শিক্ষক সমাজ যদি পড়াশোনার বদলে নকলের ব্যাপারেই ছাত্রসমাজকে উৎসাহিত করে তাহলে তারা বিবেক না হয়ে হবেন জাতির গ্লানি।